নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আনাই মূল লক্ষ্য

আবু আলী
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ০০:০০ | আপডেট: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২২:৪৭

‘ব্যবসার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা, অর্থাৎ পণ্য বা সেবা- যেটাই হোক, উৎপাদন সরবরাহ বা বাজার ব্যবস্থাপনা কোনো ধরনের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট করলে তা প্রতিরোধই প্রতিযোগিতা কমিশনের কাজ। একচেটিয়া ব্যবসা, যোগসাজশে ব্যবসা, মার্জার বা অ্যাকুইজিশন, জোটবদ্ধ বা বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে- এমন পরিবেশ তৈরি হলে তা প্রতিরোধও এর আওতাভুক্ত। উৎপাদনকারী, ক্রেতা, সরবরাহকারী এবং আড়তদার যেন সঠিক কার্যক্রম পরিচালনা করে বাজারে প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠাই প্রতিযোগিতা কমিশনের মূল কাজ। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপারসন মফিজুল ইসলাম গতকাল আমাদের সময়ের সঙ্গে এ কথা বলেন।

মফিজুল ইসলাম বলেন, ব্যবসার প্রতিযোগিতা নষ্ট করে একচেটিয়া ক্ষমতার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে কমিশন। প্রতিযোগিতা আইন ভঙ্গ করে কেউ লাভবান হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত যে কেউ অভিযোগ করতে পারবেন। তিনি বলেন, দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করে তা বজায় রাখা কমিশনের লক্ষ্য। এ ছাড়া বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি (একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ) ও অলিগোপলি (সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় কিছু

প্রতিষ্ঠানের হাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ রাখা) কিংবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতাবিরোধী কর্মকা- প্রতিরোধ করা। এ ধরনের একচেটিয়া বা সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলে সে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা বা নির্মূল করাই হলো কমিশনের লক্ষ্য। চেয়ারম্যান বলেন, দেশে ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন তৈরি হয় এবং ২০১৬ সালে প্রতিযোগিতা কমিশন কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে ১৮টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা চলমান। খুব কম সময়ের মধ্যে দু-একটি মামলার রায় হবে। অচিরেই ফল দেখা যাবে। বিশ্বের ১৪০টি দেশে বিভিন্ন নামে প্রতিযোগিতা কমিশন রয়েছে। এ ধরনের কমিশন মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ২ শতাংশ অবদান রাখতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি কার্যকরভাবে কাজ করতে পারলে প্রতিযোগিতামূলক দামে বা ন্যায্যমূল্যে ভোক্তারা পণ্য বা সেবা পাবেন। ব্যবসায় সুষ্ঠু পরিবেশ এলে বিনিয়োগ বাড়বে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে। পণ্য ও সেবার গুণগত মান বাড়বে। দেশের অর্থনীতিতে অবদান

বাড়বে। দরপত্র ও পাবলিক প্রকিউরমেন্টেও উন্নত পরিবেশ তৈরি হবে। সরকার ন্যায্যমূল্যে সেবা কিনতে পারবে। মার্জার ও অ্যাকুইজিশনে কাজ করতে পারলে আর্থিক খাতেও সুষ্ঠু পরিবেশ আসবে। তিনি বলেন, দক্ষতা বাড়াতে নলেজ শেয়ারিং বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

প্রতিযোগিতা কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জের বিষয়ে মফিজুল ইসলাম বলেন, দক্ষ জনবলের সংকট রয়েছে। দক্ষ জনবল তৈরি একটি চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া ডিমান্ড তৈরি এবং সচেতনতা বৃদ্ধি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মিডিয়ারও বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে জনবল নিয়োগ শেষ হবে। এ ছাড়া শিগগিরই ‘পুরো বিধিমালা’ তৈরির কাজ শেষ হবে। তখন পুরোপুরি দৃশ্যমান হবে প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম। তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী চারজন সদস্য ও একজন চেয়ারম্যান নিয়ে কমিশন গঠিত। বর্তমান পুরো কমিশন কার্যকর।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯

Privacy Policy